প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৬০

প্রকাশক

শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী দেবী

দাশ কলোনী, পাণিহাটি, ২৪ পরগণা

মুদ্রক

অধুনার দায়িত্বে

অভ্যুদয় প্রেস প্রাঃ লিঃ

৩০ সূর্য সেন স্ট্রীট

কলকাতা ৯

বাঁধাই

বি, শর্মা বুক বাইণ্ডার্স

৪০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

কলকাতা ১২

পরিবেশক

অধুনা

১৭, [illegible]৬ সূর্য সেন স্ট্রীট

কলকাতা ১২

মনে পড়ে শুধুই মনে পড়ে :
কোন এক সোহাগী বাতির পাশে
জ্বলে যাওয়া স্থির কোন নিশ্চল কাচ পোকা।

ভোঁসাইরেন পেট্রোলেরগন্ধ লিপস্টিকপাউডারঘাম মিছিলফেস্টুনরক্ত
পোস্টমর্টেমক্লোরিন নস্তআলোপিসিস্থুমি কফিহাউসবারচারমিনারদালালশ্মশান
টাইস্টিয়ারিংরজত স্থুলোহাতটিনেরকৌটো
ঘাসপাখিফুলআকাশগাছপালা সময়ের রঙীনফিতে
অন্ধকারে সিঁড়িরনীচে অন্ধকারে জলেরকাছে বারবার নতজানু হতে গিয়ে—
এইসব ইত্যাদি।

[২]

এখন দিনের ঘাম শুষে নিয়ে
চাতকেরা হয়েছে উদাসী
কলকল, ছলছল আজ অনেক শতদ্রু
ঘুমায়ে পড়েছে, অথৈ অথৈ ছায়া জমে পৃথিবীর কোলে।
ফিসফাস স্কাইলাইট, বন্দরে বন্দরে মাল ওঠানামা চলে
অন্ধকার রয়ে যায় জোনাকিরে ঘিরে।
মনে হয় রাত্রির সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে হবে
ডালিম রসের কোন এক ঝরণার কোলে
যেখানে ঘুমঘুম পাখিদের পাখনায় অদ্ভুত আওয়াজ
যেখানে চোখের পাতায় জমে ওঠে অনেক রাখাল।

[।]

মনে হয়
কোন একদিন আমার ঘুম ভেঙে যাবে
কোন এক আশ্চর্য্য ভোরে
যখন চোখের পাতায় রোদের নরম হলুদ রেণু।

মনে হয়
একদিন সমস্ত অন্ধকার ঝরে গেলে
রাত্রির ক্ষত থেকে আমি জাগবো,
জাগবো ঝিরঝিরে নদী আর দোয়েলের গানে।

[।]

পাখিটার পাখনায় হলুদ রঙ ছিল ;
মুক্তোর লাবণ্যে শিশির ছিল
বর্ণের চতুর কৌতুকে।
(এখন শুধু) লাল টুকটুকে ঠোঁট বাকি, তাই না ?
চোখের রঙটা নীল ছিল, নিঃসীম নীল
আর তাতে সবুজ স্বপ্ন ছিল ;
(এসব অবশ্যই সামান্য কষ্টে ভেবে নেওয়া যায়।)
শুধুই পাখনাটা দূর থেকে দেখলুম।
রূপোলী চামচেতে নীল সমুদ্রে
আমার দৃষ্টিটা চল্‌কালো,
(তাই) হলুদ ছায়াটা নেচে নেচে চমকালো।
আমার চোখ মৃতের কাঠিন্যে জাগলো।
শীতল সারল্যে নোঙর ফেলে
বাসি পচা মাছের ফ্যাকাশে চোখের মতো
অনুভূতির বদ্বীপে চামচের তলানি চাইলুম।
(কারণ) পাখিটার পাখনায় হলুদ রঙ ছিল
রূপোলী চামচেতে নীল সমুদ্র ছিল
ছায়াটা হলুদ হলুদ দেখলুম।

[।]

বিকেলের ম্লান আলো আসন্ন সন্ধ্যায়,
আবছায়া নদীর রেখা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়
পাখির করুণডানার গান
দু একটি শিশিরের শব্দ নেমে আসে, আসে,
পৃথিবীর ঝোপঝাড় শ্যামল প্রান্তরে।
মনে হয় আরও কিছু রয়ে গেল
রয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের গভীর উত্তাপে
আরও কিছু ঝরে পড়া চেতনার
অতল গভীরে।

[।]

মাঝে মাঝে ট্রেন ছাড়ে
মধ্যরাত্রি স্মৃতির উঠানে
সময়েরা ঘুমায়ে পড়ে বুঝি
চাঁদ আর তারার আলোয়।

অন্ধকারে দেহ ত্বক ঝরে,
বেদনায় ঝরে,
মাঝে মাঝে ট্রেন ছাড়ে
মধ্যরাত্রি স্মৃতির উঠানে।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে
সন্ধ্যা তারা ঢেকে দিয়ে
কোন্ এক অজানা আকাশে।
যেখানে অজস্র বকেরা পাখনার জল ঝাড়ে
নিয়ত জল ঝাড়ে—
মাঝে মাঝে ট্রেন ছাড়ে
মধ্যরাত্রি স্মৃতির উঠানে।

[।]

মনে ভাবি ফিরে যাবো
এলোমেলো কালো এত সাপের জটলা ;
রাশি রাশি বিশ্রাম শীতের উঠানে
এরও পর বুঝিবা বিষে বিষে সাপেরা দাঁতাল,
মনে ভাবি ফিরে যাবো
ফিরে যাওয়া ভাল
কোন এক নীলচোখ সাগরের কলিত কুর্নিশে,
আচ্ছা সুকোমল, অনুরাধা, বিজয়
তোমাদের উঠানে কোনদিন রোদ এলে
কিছু কিছু বীজধান শুকোতে দিও, কেমন ?
কারণ একদিন সেইসব সাপেদের চোয়াল পেড়িয়ে
নীল নীল পাখি আকাশে ওড়াবে
রাতের জোয়ারে শালুক ভাসাবে কথা ছিল,
আমরা সবাই জ্যোৎস্নায় মরে গিয়ে
মাটির আত্মাতে অঙ্কুর হবো—নিয়ত অঙ্কুর
কথা ছিল।
আমি বহুদিন মাটি হয়ে শুয়ে আছি
তোমাদের তরুলতা উঠানের গায়ে
আর আমি কতবার চিতা জ্বেলে
মশাল জাগাবো।
তোমাদের কথা ছিল
উঠান পেরুবে জিব দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সাপেদের শীতল শরীর ;
কথা ছিল প্রজাপতি বাতাসে ভাসাবে,
বোঝা গেল তোমরা অপেক্ষায় আছো
কোন এক নিঃশব্দ সকালের

যার গায় সোনা সোনা রোদ,

অথচ

আমি জানি

এখন সকলের সাজানো শহর

গলে গিয়ে সাগরে চোঁয়াবে;

আমি তাই রাতজাগা চোখ নিয়ে

স্থির কোন সারসের ঠোঁট ভাবি,

সারসের ঠোঁট।

ওদিকে বন্দর প্রস্তুত

ঘন ঘন স্টীমার হুইসিলে

মনে ভাবি ফিরে যাবো

ফিরে গেলে হ'তো।

[।]

কোন এক শালবন মহুয়া স্টেশন থেকে
ট্রেন ছাড়ে
ভেঁপু বাজে
ভেঁপু—
রাত্রির থলিতে কিছু বাড়ীঘর
খেলনা আকাশ, ভালবাসা ঝরণা
একটি কামরায় তুলে দিয়ে
নিশ্চিন্তে ঘুমবো।
হুঁস নেই কারা যেন ফেরি করে
কামরায় লাল নীল সবুজ
অজস্র লজেন্স।

[।]

তবুও তো প্রতিবার নির্জন সময়ের নীলাভতরঙ্গে
কি এক রঙীণ ছুরিতে হৃদয় বিদীর্ণ করে—
রূপোলী জ্যোৎস্নার অবাক প্রত্যাশা নিয়ে
আমি যেন ডুবে যাই ডুবে যেতে চাই
ঝিরঝিরে রাত্রির বৃষ্টির ভেতর।

শিশিরের টলমল চোখ নিয়ে
সোনালী রূপোলী নানান্ আলোর ঝলকে
শালুক হৃদয় নিয়ে কোন পাখি উড়ে গেলে
মেঘের দুরন্ত পালকে
হৃদয়ের কোন এক অশান্ত গভীরে
মনে হয় তুমি বুঝি রেখে গেলে নির্দ্দিষ্ট নোঙর।

অন্ধকার তুলি থেকে
ছায়া ছায়া স্বপ্নেরা ঝরে যায়
তোমার মুখের আদল কই মনের ক্যানভাসে।

[i]

অতঃপর :

একমুঠো রঙীন চুমকী তোমার নগ্নশরীরে
ছড়িয়ে দিয়ে
বাঃ তোমার চোখে একটুকরো নীল
আকাশ পেলাম।

কিছু সোহাগী ফুলের পাপড়ি এবং পরাগ
তোমার হাতের মুঠোয় রেখে
বাঃ তোমার চিবুকে কয়েক ফোঁটা টলটলে
শিশির পেলাম।

ভোরের সোনালী শাড়ীতে
যখন নানা সুরে পাখি ডাকে
বর্ণময় কিছু অদ্ভুত অনুচ্চার ঝিনুক
তোমার আঁচলে বেধে
বাঃ তোমার দীঘল চোখে কিছুটা সাঁতরে এলাম।

বাঃ রঙের মিছিল অজানা সরস
এক পাখির পালক পেলাম।

বালির ওপর ছড়ানো তোমার পা,
গোড়ালিতে সাগরের ঢেউ ভাঙ্গে, নানা গানে
আঁচলে বাঁধা অনেক ঝিনুক,
চল, এখন তোমার বুকে ঠোঁট রেখে ঘরে ফিরি।
তোমার চুলের কোমল অরণ্যে পালকটা যদি ডোবে
নিতান্তই ডোবে—
আমি লোনা জলে ডুব দিয়ে
আরেকবার ফেরারী হবো।

[।]

যে কোন সময় টুকরো করে
তোমার হাতের তেলোতে
কিছু গুজে দিতে পারি
তুমি চোখ বোজ, চোখ বোজ।
অতঃপর বলো —
আমি না সময় ?
সময় না হাতের তেলো ?
চোখ খোল, চোখ খোল।

———

এখন যে কোন দৃশ্যের মধ্যে
অস্তমিত হলে
মনে হয় তুমি ছুঁয়ে যাবে ;
এখন যে কোন দৃশ্যের মধ্যে
তুমি ভালবাসলে
মনে হয় আমি উদিত হবো।

[.।]

ঘরে

ভিতরের ঘরে

ঘরের ভিতরে

আমি কোন পাখি

পাখিই দেখিনি,

কোন ভোরের ভিতরে

আমার

ভোরবেলা।

আমি কোন অন্ধকার তুলিনি

ঘরের খিলানে ও গম্বুজে

অন্ধকার ঘরে

ঘরের অন্ধকারে

অন্ধকার

পাখি

হবে

ভেবে

[।]

আর কবে বলো আমার হৃদয়
ভিজে যাবে আশ্চর্য অন্ধকারে
আর কবে বলো আমার হৃদয় মজে যাবে
তোমার নির্জনে।
আর কবে বলো হাতের সিগারেট
বাতাসে উড়িয়ে
ঠিক ঠিক অবসর পেয়ে গেলে
আগুনের ফুলকি গুলে গুলে
একটি গোলাপ বানাবো
নেহাত তোমার একটি গোলাপ।
আহা! তখন আকাশে আকাশ হবে
তোমাতে তুমি ;
আমাকে তোমার নদী আহা!
সেইদিন ঠিক ঠিক পৌঁছে দেবে ঘরে।

[।]

মনে হলো কি এক আশ্চর্য জ্যোৎস্নার ভেতর
শহরের শেষ ট্রাম ছেড়ে গেল
শেষ ঘন্টি দিয়ে।
রাতের তেঁতুলগাছে ছায়ার মতো
বাদুরের ডানায় ডানায় ঝুলে থাকি
যাবো বলে সেই টারমিনাস।
নামুন নামুন—
নামুন নামুন
অন্ধকারে খাবলে দিল কণ্ডাক্টর ভীষণ।
শেষরাতে নেমে দেখি
শীত শীত
চারিদিকে অসম্ভব শীত
সমুখেতে জ্বলে নেভে
টারমিনাস হাজার
হাজার টারমিনাস।
উঠুন উঠুন হেঁকে
সমস্ত রক্তের ভেতরে
মনে হলো সব ট্রাম ছেড়ে গেল
শেষ ঘন্টি দিয়ে
রাত থেকে রাতের ভেতর
শেষবার যাবো বলে
টারমিনাস, টারমিনাস।

[।]

খাঁ খাঁ শূন্য রিক্ত মাঠে
আজ অবেলায়
বকের পালক প্রতিম
চূর্ণ চূর্ণ কুয়াশা নেমেছে।
আমি সেই ধূ ধূ মাঠে
কুয়াশার ফেনা মেখে ঠোঁটে
আকাশ পেয়ালায় চলকে ওঠা নীলে
নিমগ্ন হয়ে যাই।
কে যেন হঠাৎ আমার ভেতর থেকে
ঝাপ দেয় আমার সম্মুখে
যে স্নোবল আইসল্যাণ্ডে
শেষবার সময়কে ঠেলে দিয়ে
হয়ে যায় শিলা।
বলে ওঠে : সার্কাস, সার্কাস।
লটবহর উনান খুন্তি
হল্লা, কনসার্ট, শিরাফোলা হাত
রসালো উন্মুখ স্তনের বোটা নিয়ে
কারা যেন আসছে, আসছে এগিয়ে।

[i]

আমি একবার তাঁবুর নীচে
বর্শার ফলার মতো ধারালো
কয়েকটি রমণীকে বিদ্যুতগতিতে
লাল নীল আলোয়
ব্যালান্সের খেলায়
হা হা করতে দেখে
টিকিট হাতে হাততালি দিয়ে
বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম।
আমার বুকের ভেতরে
হো হো করে হেসে
কে যেন বলে ওঠে
বসুন বসুন
আরো খেলা বাকি আছে।
আমি আর তাঁবুর নীচে
প্রবেশ করতে পারিনি।
জ্বলা নেভা জরন্ত EXIT এর চোখে
অবিরল ইয়ার্কি
হাতের টিকিট কখন অচল হয়ে যায়।
খেলা শেষে খেলা খেলার খেলা
অলস অন্ধকার ঘন হয়ে ঝরে পড়ে
মাঠে, সব একাকার।
তাঁবুর হদিশ কই?
পায়ের তলায় নোনতা বালি সরে যায়
অবুঝ চোখে শেষবার আঙুল ঢুকিয়ে
অন্ধ হয়ে যাই।
খেলা শেষে খেলা, খেলার খেলা
কোথায় কনসার্ট বাজে
আরম্ভের ঘণ্টা যায় বেজে
এক-দুই-তিন।

[।]

আমার পুরানো জামাকাপড় বড়ই আটসাট
ছেঁড়া, মাঝে মাঝে ফুটো, রুগ্ন ক্লান্ত।
নানা ঢংএ বোনা উলের পোষাক
রঙ চটা, বেমানান বেমানান।

সুদেষ্ণা :
সারাদিন তুমি মিহি মোটা উল নিয়ে
কতশত রংয়ের বাহারে বুনে চল, বুনে যাও ;
অথচ গরম পোষাক একটি আজও তো
আমায় দিলে না।

আমি যে সিঁড়ির নীচে রয়েছি দাঁড়িয়ে
সেখানে জলের ঝাপটা হিমহিম,
শনশন, উত্তরে হাওয়া, বড় শীত, বড় শীত।
আমায় একটি গরম পোষাক দাও।
পুরানো উনুনে আর গনগনে আঁচ নেই
এখন আমার ভিতরে শুকিয়ে গিয়েছে
সেই বিড়ালের স্বভাব।

[ii]

সাঁতরে সাঁতরে
মনে হয় ডুব সাঁতারে
ঘোলাজলের জল পেরিয়ে
পৌঁছে যাবো, পৌঁছে যাবো।
কিন্তু জলে ঘোলাজলে
ডুব সাঁতারে অ্যাকোয়েরিয়ামে
মাছের মতো রয়েই গেলাম
কাচের গায়ে কাচের ধারে।

মনে পড়ে
আমার কেবলই মনে পড়ে
কালো ডিহির পুকুর
তার দামাল কালো জল
পাথুরে চোখ, শন্‌শন্‌ হাওয়া
কুমুদ কেমন হেসে
সেই বোবা জলে ঝাঁপ দিয়েছিল
খল্‌খল্‌ খল্‌খল্‌ হাসি আর ঢেউ ;
আমি আর তাকে কখনও ছোঁব না
জেনে গেছি আমি
কেন তুমি ফুল হয়ে হাসো ;
ডিহির পুকুর জলে বারবার
কুমুদিনী হয়ে গেছ তুমি।

[i]

আমার ভিতরে
অন্ধকার ঘনিয়ে এলে
নিভৃত হৃদয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে
কে যেন পায়ে পায়ে
সরে যায় দূরে, আমি তার
ঠিকানা জানি না।

কে যেন আমার চোখের
জল মুছিয়ে দিয়ে
শূন্য উঠানে রেখে যায়
আমার রক্তাক্ত কোন শব।

শুশ্রূষার হাত কপালে ছোঁয়ায়
তারপর মুহূর্তেই
কোথা যেন হয়ে যায় উধাও
আমি তাকে চিনিনা, চিনিনা।
আমি তাই অপেক্ষায় রব
কেউ এসে একদিন
নিশ্চয়ই বলে দেবে
সব অন্ধকার সরে গেছে দূরে
হৃদয়ে এখন হয়েছে ভোর
হয়েছে ভোর।

[।]

আমার লাগাম টানা রয়েছে
তোমার হাতের মুঠোয়
আমরা রয়েছি দাঁড়িয়ে
বিকিকিনির হাটে
দিনরাত্রি কেনা বেচার ফাঁসে
বিকিকিনির হাটে।

ঘুঙুর বেঁধে পায়ে
তোমার বেদম চিল্লানোর ফাঁকে
আমি চোখ বোঁজা অলস অন্ধকারে
ঢলে পড়ি ঘুমে
তখন চোখের পাতায় আঁকা
নীল পেয়ালায় মদির রূপোলী স্বপ্ন
বুকে আকাঙ্খা বোনা প্রান্তরের
সবুজ ঢেউ, ঢেউয়ের আঘ্রাণ।
ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখি
আমার লাগাম পাল্টে গেছে
সার্কাসের ক্লাউনের মতো,
আর বদলে গেছ তুমি।
আমরা রয়েছি দাঁড়িয়ে
বিকিকিনির হাটে
দিনরাত্রি কেনা বেচার ফাঁসে
সেই বিকিকিনির হাটে।

ঠিকানা সে বিড়ালের
আমার জানা নেই,
তবুও হয়তো বা কোন কোনদিন
সাঁতরে অন্ধকারে
অধীর রূপোলী শিশির মেখে মেখে
ভেজা সবুজ নীরব আগ্রহে
নীল চোখ ফেলে রাখে
আমার কবাট দরজার চৌকাঠে
নিবিড় সেখানে থোকা থোকা
মোমের মতো লেগে আছে শিশির-শিশির।
অনেক রঙীন ফিতে
ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে
ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে
আমার আলসেতে এসে
সে বিড়াল গা ঝাড়ে, রোদ মাখে
চোখ বুজে ডুব দেয় নরম আরামে।
যেন ঢেউ সরে গেছে দূরে
যেন নীল নদী ঝরে গেছে
পড়ে আছে অতিদূর পালক
বনানীর শেষে।
সে বিড়াল আমার ভিতরে গলে যায়
সে আমার বিড়াল নয় যেন
সে চোখ আমার বিড়ালের নয় যেন কভু ;
তবুও সে আমার আলসেতে ডুবে যায়
গলে যায় আমার ভিতরে
কি যেন রেখে নীল চোখে
আমার কবাট দরজার চৌকাঠে।

[।]

তাঁবুর চারপাশে
কাঁটা তারের রেলিং
কাউন্টারে অজস্র লকলকে হাত কাঁপে
রক্তের ঢেউ ফণা তুলে গজরায়
চুঁইয়ে পড়ে অন্ধকারে
ফেটে চৌচির অন্ধকার হা।

আমাদের অলস পা
সেইখানে এসে থেমে আছে
সামনে কাঁটা তারের রেলিং
হুহু বাতাসে ওপারে দুলছে
কেবলই দুলছে
পুতুল নাচের তাঁবু
গুহার অন্ধকার থেকে
যেন ভেসে আসে হুঙ্কার :
চলে আসুন
কাউন্টারে চলে আসুন
লাস্ট টাইম চলে আসুন
টিকিট টিকিট টিকিট
কনসার্ট জেগে ওঠে কনসার্ট।

[।]

কখন পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই,
তারপর চলতে চলতে কেমন করে পায়ের তলায়
একটা কাঁটা ফুটেছিল জানি না।

তার কষ্ট লুকিয়ে লুকিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
চলতে চলতে পায়ের ব্যথা সব সেরে গেল।
আমি পথকে কুর্নিশ করে ঘরে ফিরে
আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কোথায়
যেন বালির ওপর তিনটেক্কা তাসের ঘর বাতাসে
উড়ে গেল।
আয়নায় নিজেকে দেখলাম বদলে গেছি।
চেনা গেল না যেমন এতদিন চেনা ছিল
চেনা মনে হতো।
আমি এক প্রচণ্ড আঘাতে আয়না ভেঙ্গে ফেলেছি।
এখন ঘরময় শুধু ছড়ানো অজস্র কাচের টুক্‌রো
আর ঝনঝন শব্দ।
আমি সেই ঘরের মধ্যে তলিয়ে যেতে চাই
যেখানে কোনদিন কোন আয়না নেই।

[1]

রক্তের ভেতরে যে কীট আমায়
কুরে কুরে খাচ্ছে নিয়তই কুরে কুরে খাচ্ছে
শিরা উপশিরা উপকূলে যে অশান্ত দাহ
পরাভব আর ক্ষরণ শরীর ছাপানো
যন্ত্রণা কেবলই আছড়ে পড়ে কেবলই আছড়ে
পড়ে তার জন্য আমি আর কতবার অপারেশন
থিয়েটারে যাবো।
মরা বিড়ালের চোখের মতো আমার ফ্যাকাশে
চোখে লাল আলো আর কাঁপে না।
পড়া যায় না সেই দেয়ালের লেখা :
ডেঞ্জার।
আমার দুপাশে দুটো ছবি টাঙ্গানো :
স্থির নদীর মতো যেখানে কোন ঢেউ নেই,
জলের কণা যেখানে ধীরে ধীরে হিম হয়ে যাচ্ছে

আর কালো মেঘের পালকস্তূপে যেখানে
শীতল ভালবাসা, অন্ধকার আলো
এক হয়ে পাখি হয় হয়।
আমার সামনে জ্বলছে নিভছে
নিভছে জ্বলছে
লাল আলো ডেঞ্জার
অপারেশন থিয়েটার।

[।]

অন্ধকার তাঁবুর আড়ালে
কুয়াশায় সব ট্রেন থেমে আছে
যাত্রীরা ঢলে পড়ে ঘুমের আঁচলে
শিশির শিশিরে মাখা তার চোখের কাজল

আমি জেগে আছি এ কোন জংশনে
রাত্রি ফেটে চৌচির সার্চলাইট
সকলের চোখে মুখে চলকে পড়ে
ঘুমের লোমশ মুখ তবু খোলে কই !
আলোর তরবারি সামনে ঝলকায়
ট্রেন আসছে তার মত্ত হুইসিল
ঝনঝন কেঁপে ওঠে চারদিক।
ট্রেন থেমে আছে সব প্লাটফর্মে
সেই ট্রেন কোথায় দাঁড়াবে
এই ঘুম রাতের জংশনে।

[।]

শীতল ভীড় দু'হাতে ঠেলে ব্যবহৃত তোবড়ানো
ভাঙা শব্দের মুখে পা রেখে রেখে করাতকলের
যাওয়া আসা, আসা যাওয়া ট্রেনের হুইসিল বা
কলের ভোঁ পেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় আয়নার কাছে
চলকে গড়িয়ে গেলাম আমার বালক পালক
খেলার বেলায় :
সবুজ ঢেউয়ে নাচে সে এক খেলার মাঠ। সেখানে
কবেকার অন্তরঙ্গ খেলাব শৈশব। ধুয়ে যায় গোলাপী
আভা নীল শিশির সবুজ বাতাসে।
অন্ধকার বৃসায় দাঁত যেন শেষবার মাটির আপেলে।
আউট আউট হাততালি কিচিরমিচির সব্বাই
একে একে ফিরে যায়, যায়। উইকেট ব্যাটবল নেই
রিক্ত শূন্য মাঠ খোলা মনে হয় হাঁ হাঁ · ·
সবুজ ঘাসের ঢেউ এ কোন রূপোলী শিশিরে ঢেকে
যায়
অন্ধকার দাঁত মাটির আপেলে হিম হয়ে গেছে
কবে
আমি একা এ কোন লবিতে।
সেই উইকেট ব্যাটবল বুঝি এখনও রয়ে গেল
হাউজ দ্যাট নেই খেলা,
নীরবতা নীরবতা আউট নেই
খেলা চলে খেলা
আমি আছি এ কোন লবিতে।

[।]

মোমের মতো অন্ধকারে গলে গলে
ঝরে যাই
শিশির শিশির অন্ধকার প্রার্থনার গায়
সেইখানে ঘুমায়ে রয়েছে বুঝি
সেই প্রেম শান্তি গভীর নীরবতা এক
ঘুমায় স্তনের বোটায় তার মুখ রেখে।

মোম গলে গলে আলো নিভে গেছে, যাবে
অথৈ অথৈ শিশির অন্ধকার তবু কই শেষ হয়।

পৃথিবীর রূপকথা এক রূপালী রূপসী
আধো আধো মেয়ের মতো পুড়ে ক্ষয় হয়
মুছে যায় হৃদয়ের অবিরল কলকল।
কিছুই থাকে না আর
তবু কে আমারে কেড়ে লও
সব শূন্য করে দিয়ে চারিধার,
শেষের বারুদ ঘষে জ্বালাতে চাই
কেন এ কোন দেয়াশলাই!
কালো শকুনের মতো কে যে মারে ছোঁ
আমি জেগে আছি সেই শিহরণে
লাস্ট স্টিক লাস্ট স্টিক,
মোমের মতো অন্ধকারে গলে গলে
ঝরে যাই গলে গলে—

[১]

দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে
ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দেয়ালে দেয়ালে
সময়ের বুক চিড়ে, সময়ে সময়ে
অন্ধকার ঘরে, ঘরের অন্ধকারে
শরীরের স্বাদ মৃত্যু ঘামে
খুঁজে যাই কোথায় সুইং ডোর ,
ঘোরানো সিঁড়ি কোনদিকে নেমে গে৮
উপরে না নীচে
কোথায় হৃদয় অতলে কলকল
অবিরল থেমে যায়
সেই ঘুম কুয়াশায় ভালোবাসা আলো
নেমে আসে আসে ।
কোথায় সুইং ডোর ঘর্মাক্ত অন্ধকারে
ফেনিল মৃত্যুর স্বাদ রক্তের জোয়ারে
সিঁড়ি উপরে না নীচে
নীচে না উপরে
কোথায় চলে গেছে কবে
কোনদিন কবেকার কখনও জানি না ।

সেই সুইং ডোর কোথায় কোথায় ।

[১]

ছাদের কার্নিশে একটা ফুলের টব ছিল
টবে ফুল ফুটে ছিল
গন্ধে তার কি যেন প্রজাপতি ছিল
নীল প্রজাপতি ছিল,
আমার বুকের ভেতরে নীল হাওয়ায়
কি যেন দুলছিল, কি যেন দুলছিল।

আকাশ থেকে একটা পাখি ধরেছিলাম
ধরেছিলাম নীল মেঘে ছেড়ে দেবো বলে
তোমার মেঘের খোঁপায় ছেড়ে দেবো বলে
ছেড়ে দিয়ে দেখা যাবে হারায় কিনা ভেবে।

তুমি বলে উঠেছিলে :
কার্নিশের ওধারে আর বেশি এগিয়ো না
নীচে পড়ে যাবে
শূন্যে চলে যাবে
ডুবে যাবে
অন্ধকারে ডুবে যাবে।
ওই যেখানে ফুল ফুটে আছে
টবে ফুল ফুটে আছে
কার্নিশ সেখানে শেষ হয়ে গেছে।

আমার চুলের মেঘ
মেঘের খোঁপা আরও দূরে চলে গেছে
দূর চলে গেছে বহুদূরে।
কার্নিশের পরে পা বাড়ালে
বুঝি পাখি ওড়াতে গেলে
তুমি পড়ে যাবে

শূন্যে চলে যাবে
অন্ধকারে ডুবে যাবে
হয়তো বা সিঁড়িটা নড়বড়ে মনে হবে
হয় তো বা সিঁড়িটা হারিয়ে যাবে
হয় তো বা ভুলে যাবে
কেমন করে উঠে এসেছিলে
একদিন ছাদের কার্নিশে উঠে এসেছিলে।

[।]

বালির ওপর রঙিন তাসের আয়োজন
হু-হু বাতাসে কোথায় উড়ে যায়
চারিদিকে মৃত শব্দের স্তুপ
ঘুণে খাওয়া কঙ্কাল করোটি
সাদা হিম হাওয়ায়
শূন্য মৃত্যু অন্ধকারে
হা হা হি হি দোলে।
কোথায় রেশমী চুল ঘুম
আলো নীল চোখ কবেকার
শান্তি প্রেম নীরবতা
পাতাল হিম হাড় অন্ধকারে।
মৃত সময়ের ওষ্ঠ
বিবর্ণ আনারসে
কোথায় হারায়ে গেছ তুমি।

[।]

আমি কোন নিবিড় পাতাছাওয়া মেঠো পথ
বেয়ে আলোছায়ার সিঁড়ি ভেঙ্গে ছুটছি— কেবলই ছুটছি।
কোন এক সবুজ-চোখ স্টেশনের বুক থেকে ট্রেন
ধরবো—ধরবো।
ছুটছি—ছুটছি কালো ইস্পাতের আলজিব
বেয়ে গাঢ় অন্ধকারে দাঁত বসিয়ে মাংস
খাবলে নিয়ে এগোচ্ছি, ট্রেন আসবে—আসবে।
সামনে সবুজ চোখ।
লোহার রেলিঙ টপকে স্টেশনের পাথরে পা
দিতেই হুস্ করে ট্রেনটা প্ল্যাটফরম ছাড়লো।
শব্দ! ঝনঝন একটা শব্দে স্টেশনটা হঠাৎ
যেন গুড়িয়ে গেল।
আর এধার ওধার ছড়িয়ে ছিটকে গেল রক্তে
লেপ্টে যাওয়া মাংসের মোম। হাত-পা ভাঙ্গা
অজস্র পুতুল।
পেছনে অন্ধকার হা হা হা হা হা—

[১]

রঙীন বল গড়িয়ে যায় লনে
বিষণ্ণ সময় কিলবিল
মাথার চারিধারে
হাজার প্রশ্নের ভীড়
ভাঙ্গা চেয়ারে বসে
কেউ আর নড়েচড়ে কখনও বসে না
ক্লোজার টাইফুন
মিছিল ফেস্‌টুন
কলের ধোঁয়া শ্রমিক চীৎকার
কলকাতা ব্যালেরিনা
কলমীলতা কাচ পোকা
বেতস ছায়া ছায়া জলে
কাজলীর ঠোঁট ভাঙ্গা হাসি
পেট্রোল গন্ধ ব্রেক কষার আওয়াজ
সুচরিতার হরিণ চোখে
কার বিষাক্ত তীর
বার কফি হাউস বাড়ি শ্মশান
শ্মশান চারমিনার
বুকের ভিতরে হা হা
কিসের বোতাম খোলা
চারিদিকে ফ্রীজসট্।
রঙীন বল গড়িয়ে যায় লনে
ভাঙ্গা চেয়ারে বসে
নড়েচড়ে কেউ আর কখনও বসে না

[।]

ঘণ্টা বাজে
চারিদিকে ঘণ্টা বাজে
উথাল পাথাল রক্তস্রোতে
কি আশ্চর্য্য মন্ত্র জাগে
ঘণ্টা বাজে
হৃদয় জুড়ে
ভুবন মাঝে
খবর এলো :
ছুটি
ছুটি
ছুটি ।

[।]

সবুজ ঘাসের ঢেউ
হলুদ রেণু রোদে নাচে।
আমার শৈশবের নীল ফড়িং
ঝুমঝুমি রঙীন খেলনা
লাল বল আজ কতদূরে
নীরব বাতাসে কোথায় কাঁপে।
এলোমেলো মায়ের আঁচল
অপরিচিত শিশিরে কোথায়
অন্ধকারে ঢেকে আছে।
আমার ভেতরে শৈশব
আতুর গায়ে আজ
আমায় ডাক দিয়ে যায়।
শিশির মাখা মায়ের মুখ
স্বপ্ন ভোর ভোর আমার মনে পড়ে।
আমি পাখি নদী আলোয়
নীল কুয়াশায় ভেজা
মায়ের বুকে ঘুম চাই।

[।]

দিনের সমস্ত আলো
ঘুম ঘুম পাড়ি দেয়
কাজল সন্ধ্যার চোখে
ঢলে পড়া আরক্তিম
শান্ত শূন্য আকাশে
পাখির ডানার
শেষ তোলপাড় যেন
থেমে গেছে কবে।
রণক্লান্ত দিন শেষ
এরপর চরাচরে বুঝি
জেগে রবে
সে এক অন্তহীন
রাত্রির ধ্যান
সব কাজ শেষ হলো
মুখ ঢাকি আমি সেই
মায়ের আঁচলে
চিরদিনের গল্প শুনি, শুনি।
বুকের কাছে আমার
অন্তহীন গেরুয়া নদীর স্রোত
নীরব জলের শীতল ছোঁয়ায়
আজ আচমন সেরে নেব।